রাজ্য বাজেটেও ব্রাত্য পরিবেশ ও প্রান্তিক মানুষ

কয়েকদিন আগেই যে কেন্দ্রীয় বাজেট পেশ করা হয়েছে, তাতে পরিবেশ বিষয়ক সমস্যাগুলির সমাধানের ক্ষেত্রে বিশেষ কোন গুরুত্ব দেওয়া হয় নি। এমন কয়েকটি প্রসাধনী ব্যবস্থার কথা বলা হয়েছে, পরিবেশ সমস্যা নিরসনের ক্ষেত্রে যার কোন বিশেষ ভূমিকাই নেই ! ভারতবর্ষের এক শতাংশেরও কম মানুষ আয়কর দেন। সেই তাঁদের নিয়ে বিস্তর আলোচনা হলেও যে সমস্ত প্রান্তিক মানুষ সমস্ত দিন অক্লান্ত পরিশ্রম করেও মর্যাদা সহ বেঁচেবর্তে থাকার মতো অর্থ উপার্জন করতে পারেন না, অনুচ্চারিত থেকে গেছে তাঁদের কথা।

গতকালই পশ্চিমবঙ্গের অর্থ দপ্তর বিধানসভায় বাজেট পেশ করেছেন। এই বাজেটেও নানান ধরনের প্রতিশ্রুতি ও ছাড় দেবার কথা বলা হয়েছে। কিন্তু পরিবেশের ক্ষেত্রে অন্যতম সমস্যা বর্জ্য ব্যবস্থাপনার ব্যাপারে অর্থ বরাদ্দ করা হয়েছে কি না তা বোঝা গেলো না ! যদিও গ্রীন ট্রাইব্যুনাল রাজ্য সরকারকে বর্জ্য ব্যবস্থাপনার ব্যাপারে অর্থ বরাদ্দ করতে বলেছেন, কিন্তু বাজেটে সেই রকম কোন বরাদ্দ রাখা হয় নি। কেবলমাত্র বর্জ্য ব্যবস্থাপনাই নয়, অন্যান্য পরিবেশ সমস্যা সমাধানের জন্যও যে অর্থ প্রয়োজন, বিশেষ করে সৌরবিদ্যুৎ উৎপাদনের ক্ষেত্রে কোন কথা বা ভাবনা বাজেটে উচ্চারিত হয় নি। সুন্দরবন সংরক্ষণ তথা জীববৈচিত্র সংরক্ষণের ক্ষেত্রেও যে উদ্যোগ প্রয়োজন সে ব্যাপারেও রাজ্য বাজেট নিরুত্তর। উত্তরবঙ্গের ভেঙে পড়া প্রাকৃতিক বৈচিত্রকে সংরক্ষণের ব্যাপারেও বাজেটে চিন্তাভাবনার কোন লক্ষণ নেই। বিশেষ করে দার্জিলিং জেলা জুড়ে পরিবেশ আইন ভাঙার ও গঙ্গার দু'ধারে বেআইনি নির্মাণ কার্য বন্ধ করার কোন কর্মসূচি ঘোষিত হয় নি। পনেরো বছরের পুরোনো গাড়ি বাতিল করে গণপরিবহন ব্যবস্থার উন্নতি সাধনের কোন লক্ষ্যমাত্রা ঘোষিত হয় নি। এই সমস্ত কিছু কার্যকরী করতে গেলে অর্থের প্রয়োজন কিন্তু বাজেটে তার কোন সংস্থান বা বহিঃপ্রকাশ নেই।

প্রান্তিক মানুষের ক্ষেত্রেও অবস্থা সঙ্গীন। পশ্চিমবঙ্গে কমপক্ষে সাত হাজার ইঁটভাটা বর্তমান এবং প্রত্যেকটি ইঁটভাটায় পরিযায়ী শ্রমিকদের কমবেশি একশো জনের মতো শিশু সন্তান এই ইঁটখোলাগুলিতে এক দুর্বিষহ পরিস্থিতির মধ্যে জীবনযাপন করে। আইন অনুযায়ী রাজ্য সরকারের দায়িত্ব ইঁটভাটা মালিকদের সঙ্গে যুক্তভাবে এই কয়েক লক্ষ শিশুদের লেখাপড়ার বন্দোবস্ত করা কারণ সাংবিধানিকভাবে শিক্ষা মানুষের অধিকার। রাজ্য বাজেটে পরিযায়ী শ্রমিকদের জন্য আইন অনুযায়ী যে সুযোগ সুবিধা দেওয়ার কথা তার জন্য সামান্যতম অর্থও বরাদ্দ করা হয় নি। কেন্দ্রীয় বাজেটেও পরিযায়ী শ্রমিকদের ব্যাপারে কোন চিন্তাভাবনা করা হয় নি। কারখানা বন্ধ থাকলে রাজ্যের পক্ষ থেকে শ্রমিকদের অর্থ সাহায্য করা হয়। কিন্তু ২০১১ সালের পর থেকে গত দশ বছরের মধ্যে শ্রমিক প্রতি এই সাহায্যের পরিমাণ মাসিক ১৫০০ টাকা থেকে একটুও বাড়ানো হয় নি। শিল্প নিয়ে নানা কথাবার্তা বলা সত্বেও জুটশিল্পকে ও তার শ্রমিকদের জীবন জীবিকাপ্রশ্নে রাজ্য বাজেট নিশ্চুপ।

সর্বশেষে বলা প্রয়োজন কেন্দ্রীয় এবং রাজ্য বাজেট আবার নতুন করে প্রমাণ করলো এই দেশের বাজেট পরিবেশ সংরক্ষণ বা শ্রমজীবী মানুষের উন্নতির ব্যাপারে বিশেষ কোন পদক্ষেপ নিতে প্রস্তুত নয়। ভবিষৎকে সুরক্ষিত করতে পরিবেশকর্মী, সমাজকর্মী এবং শ্রমজীবী মানুষ সহ সকল সংবেদনশীল ব্যক্তিকেই দায়িত্ব নিয়ে পথে নামতে হবে। অন্যথায় শ্রমজীবী মানুষরা ক্রমান্বয়ে বঞ্চিত হতে থাকবেন এবং পরিবেশ দূষণের আবর্তে তলিয়ে যাবে ভবিষৎ প্রজন্ম যা হয়ে উঠতে পারে আমাদের ধ্বংসের কারণ।

বিনীত,

বিশ্বজিৎ মুখোপাধ্যায়

পরিবেশ ও সমাজকর্মী

ফোন - 8420762517

ই-মেল - biswajit.envlaw@gmail.com

চন্দননগর, ১৬ ফেব্রুয়ারি, ২০২৩